ততঃ কিমুত তত্তাবসিদ্ধপ্রেমাণ ইতি ভাবঃ। এষাং ভাবভজনবিবৃতিরগ্রে রাগানুগা-কথনে জ্ঞেয়া ॥ ১১ ॥ ১১ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৯৯-২০১ ॥

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

দেশকালাদিতে অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দরূপ যে আমি, যাহারা সেই আমাকে জানিয়া অথবা না জানিয়া কেবল অনন্যভাবে শ্রীব্রজেশ্বর-নন্দনাদিরূপ-আলম্বনে নিজ অভীপ্সিত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের মধ্যে যে কোন একটি ভাবে আমাকে ভজন করিতেছে, আমি তাহাদিগকে ভক্ততম বলিয়া মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত দাস্যাদি কোন একটি ভাবের সহিত আমাকে ভজন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই ভাবহীন ভজনে আমার চিত্ত বিগলিত হয় না। ভাবের গাঢ়তা ও ন্যূনতা অনুসারে আমার আস্বাদনেরও গাঢ়তা ন্যূনতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তন্মধ্যেও আমার স্বরূপ যথাযথরূপে জানিয়া ভজনকারী হইতেও কেবলমাত্র সম্বন্ধ-অবলম্বনে যাহারা ভজন করে অর্থাৎ "মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধরতি" এইরূপ ভজনকারীরই বৈশিষ্ট্য। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত ভাব হইতে কেবল সম্বন্ধযুক্ত ভাবের গৌরব অতিশয় অধিক। অতএব, এই অভিপ্রায়ে ৪।৭।৩৮ শ্লোকে শ্রীযোগেশ্বরগণও শ্রীহরিকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! যে ভক্ত স্বামী-ভৃত্য ভাবে তোমাকে ভজন করে, বিশ্বাত্মা পরব্রহ্ম তোমাকে নিজ হইতে পৃথক্ দৃষ্টি করে না অর্থাৎ তোমাকে পর ভাবিয়া দূরে সরাইয়া রাখেনা, কিন্তু নিজপ্রভু বুদ্ধিতে অপৃথক্ (নিজ জন) বলিয়া মনে করে, সেই ভক্ত হইতে তোমার অন্য কেহ প্রিয় নাই। হে বৎসল! হে ভক্তপ্রিয়! অব্যভিচারিণী ভক্তিতে যাহারা ভজন করিতেছে, তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।

শ্রীভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়—

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে অনুভবের সহিত শাস্ত্রোক্ত অশেষ জ্ঞান বলিব ; যে জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত তত্ত্ব জানিলে আর অন্য কিছু জানিবার অবশেষ থাকে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট ইহাই বলিয়া পরে বলিলেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥